দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৭।৫।৮০ ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

013

0L 058

খাল খনন কর্মসূচী

খাল খনন কর্মসূচী এখন আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতিতে এ কর্মসূচীর প্রভাবও লক্ষণীয়। ১৯৭৯-৮০ সালে প্রায় ৬৫০ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হয়েছে। এই খালের সাহায্যে সাত লাখ একর জমিতে পানি সেচ করা সম্ভব হবে। এই সব জমি থেকে দুইবার ধানসহ তিন ফসল তোলা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। এই লক্ষ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্যে অধিক সংখ্যক খাল কাটার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। জানা গেছে, ১৯৭৯-৮০ সালে দেশে যত খাল কাটা হয়েছে ১৯৮০-৮১ সালে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তার তিনগুণ বেশী খাল কাটা হবে।

আমাদের দেশ জনসম্পদে সমৃদ্ধ। এই জনসম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হলে দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে নিঃসন্দেহে। খাল খনন কর্মসূচী জনসম্পদ ব্যবহারের এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পরিচালিত বিপ্লবের এই উদ্যোগে জনসাধারণ সাড়া দিয়েছেন। কারণ খাল খনন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের নিজেদেরই ভাগ্যোন্নতির পথই যে প্রশস্ত হয়েছে তা তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

এ দেশ বর্ষার দেশ, বন্যার দেশ, পানির দেশ। কিন্তু তবু সেচ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা নেই। কৃষকরা সেচের জন্যে প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বৃষ্টি হলে ফসল হবে। না হলে নয়। সেচ ব্যবস্থায় একটা স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব হলে ফসলের পরিমাণ নিঃসন্দেহেই কয়েকগুণ বাড়বে। খাল খনন কর্মসূচী প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা থেকে এদেশের কৃষকদের মুক্তি দেবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার স্বপ্নও তখন সফল হবে বলে আশা করা যায়।

খাল খনন কর্মসূচীর অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই খাল খনন হবে বলে আমাদের ধারণা। যেসব এলাকায় বন্যার উৎপাত বেশী সেখানে খাল অথবা জলাশয় খননের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া উচিত। তাহলে সেচ ও পানি নিষ্কাশন—উভয় দিক থেকেই আমরা লাভবান হব।